কাঠ ব্যাবসায়ী মোহাম্মদ রেজভি হাসানকে ৯ দিন থানায় আটকে নির্যাতনের পর ডাকাতি ও অস্ত্র মামলায় জড়িয়ে রিমাণ্ডে এনে আবারো নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার আলমবাড়ী গ্রামের মৃত মাহবুবুল আলম ও মৃত নুরজাহান বেগমের ছোট পুত্র মোহাম্মদ রেজভী হাসান (২৬) কে ২৬ মার্চ ২০১৩ বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় ফটিকছড়ির বিবিরহাট বাজারের বসুন্ধরা হোটেলের সামনে থেকে গ্রেফতারের পর দীর্ঘ ৯ দিন থানায় আটকে রেখে নির্যাতন চালায় হাটহাজারী থানা পুলিশ। রেজভীর পরিবারের সদস্যরা থানা থেকে মুক্ত অন্য হাজতিদের কাছে খবর পেয়ে হাটহাজারী থানায় গিয়েও আনুষ্ঠানিকভাবে রিজভীর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। পরবর্তীতে রেজভীর ভাই হাজত খানার পেছন দিক থেকে কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটি ঘরে অচেতন অবস্থায় রেজভীকে পড়ে থাকতে দেখেছেন। থানায় আটক থাকা অবস্থায় প্রতিদিন সেন্ট্রিকে টাকা দিয়ে টানা ৯ দিন থানার হাজতখানায় খাবার সরবরাহ করেছেন রেজভীর পরিবার। একপর্যায়ে ৪ এপ্রিল ২০১৩ ফটিকছড়ি থানায় দায়ের হওয়া ১ টি ডাকাতি ও একটি অস্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে আদালতে চালান দেয়া হয় রেজভীকে। ওই দিনই ডাকাতি মামলায় ৫ দিন ও অস্ত্র মামলায় ২ দিনের রিমাণ্ডে আনে পুলিশ। ওই রিমাণ্ড চলাকালিন আরো একটি ডাকাতি ও একটি অবৈধ অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে আরো ৪ দিনের রিমাাণ্ডে নেয় পুলিশ। প্রতিটি মামলায় পৃথক পৃথক ভাবে ১১ দিনের রিমাণ্ডে এনে হরতালের অজুহাতে ১৩ দিন পুলিশ হেফাজতে রেখে তাঁর উপর নির্যাতন চালানো হয় বলে রেজভী ও তাঁর পরিবারের অভিযোগ। হাটহাজারী জোনের সার্কেল এএসপি আ.ফ.ম. নিজাম উদ্দিন এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- মোহাম্মদ রেজভী হাসান
- রেজভী হাসানের স্ত্রী, স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য

মোহাম্মদ রেজভী হাসান (২৬) পুলিশি নির্যাতনের শিকার

পুলিশি নির্যাতনের শিকার মোহাম্মদ রেজভী হাসান ১৩ মে ২০১৩ চট্টগ্রাম কোর্ট হাজতে অধিকারকে জানান, দুই ভাই এক বোনের মধ্যে তিনিই ছোট। তিনি ২০০৯ সালে লেখাপড়া ছেড়ে ফটিকছড়ি বাজারে দোকান নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন এবং ২০১০ সালে বিয়ে করেন। ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় ২০১০ সালের শেষের দিকে ব্যবসা গুটিয়ে একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে চাকুরি নেন। বড় ভাই নিজাম উদ্দিন দেশের বাইরে চলে যাওয়ায় ইন্সুরেন্স কোম্পানীর চাকুরী ছেড়ে পৈত্রিক সম্পত্তি দেখাশোনা শুরু করেন। এর পাশাপশি কয়েকজন বন্ধু মিলে কাঠের ব্যবসাও শুরু করেন তিনি। গত ডিসেম্বর মাসের শেষ বা জানুয়ারী মাসের প্রথমে জাহাঙ্গীর নামের তাঁর এক বন্ধুর একটি মাইক্রোবাস মধ্যস্ততা করে বিক্রি করে দেন তিনি। গাড়ি বিক্রি করে দেয়ার জন্য জাহাঙ্গীর তাঁকে ৫০০০ টাকা দিতে চান। কিন্তু পরবর্তীতে সেই টাকা আর দেননি। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে ২৬ মার্চ ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় জাহাঙ্গীর তাঁকে ফোন করে বলে " বন্ধু তোর সঙ্গে অনেক ঝগড়া হইছে আর না তুই বিবিরহাট বাজারে এসে টাকা নিয়ে যা।" এ কথা শুনে বিকাল আনুমানিক ৪.০০ টায় বিবিরহাট বাজারে গিয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করেন। রেজভী বলেন, "একপর্যায়ে ওর

কথামত বাজারের বসুন্ধরা হোটেলের দ্বিতীয় তলায় বসে চা খাই। চা খাওয়া শেষে আমি বার বার দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেও জাহাঙ্গীর বিভিন্ন অজুহাতে আমাকে বসিয়ে রাখে।" আনুমানিক ৫.০০ টায় একদল পুলিশ এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে। তারা জোর করে গাড়িতে তুলে ফটিকছড়ি বাজার থেকে হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসে। রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় থানার একটি ঘরে আটকে এসআই শরীফসহ কয়েকজন পুলিশ আমাকে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। তারা রেজভীর কাছে সন্ত্রাসী বলী মনসুরসহ বেশ কয়েকটি নাম ধরে তাদের সন্ধান জানতে চায়। তিনি বলী মনসুর ছাড়া অন্য কাউকে চেনেন না বললে তারা আবারো তাঁকে পেটাতে থাকে। পেটানোর পর রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় পুলিশ সদস্যরা রেজভীর শরীরে ইনজেকশন পুশ করে। এর পর থেকেই তাঁর মাথা ভারি হয়ে যায়। প্রায় অচেতন অবস্থায় তাঁকে আবারো গাড়িতে তুলে ফটিকছড়ির ভোলা ছোলা উত্তরের ছোর পাহাড়ের পাশের ছোট্ট একটি টিলায় সোলেমান নামের এক ব্যাক্তির বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বলী মনসুরকে গ্রেপ্তার করে। এরপর বলি মনসুর ও রেজভীকে তাদের কাছে থাকা অস্ত্র দিতে বলে এবং দুজনকে সেখানেই মারধর শুর করে। কয়েক মিনিট মারধরের পর তাঁদের হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসে। তখন ফজরের আযান দিচ্ছিল। থানায় এনে তাঁদের দুজনকেই ইনজেকশন দেয়। এরপর আবারো তাঁরা অচেতন হয়ে পড়েন। সারাদিন অচেতন অবস্থায় থাকেন। রেজভী বলেন, সন্ধ্যায় জ্ঞান ফিরলে তিনি নিজেকে থানার হাজতখানায় দেখতে পান। এ সময় হাজতে আগে থেকেই অবস্থান করা এক অভিযুক্তকে হাজতখানার কোনায় দাঁড়িয়ে গোপনে মোবাইলে কথা বলতে দেখি। তাকে আমার বোনের ফোন নম্বর দিয়ে আমার অবস্থান জানাতে অনুরোধ করি। ২৭ মার্চ ২০১৩ রাত আনুমানিক ১.০০ টায় রেজভী ও বলি মনসুরকে হাজতখানা থেকে থানার দ্বিতীয় তলার একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। থানার এসআই শরীফুল ইসলামের নেতুত্বে একদল পুলিশ অস্ত্রের সন্ধান চেয়ে আবারো তাঁদের পেটাতে থাকে। রাতভর কয়েক দফায় তাঁদের পেটানো হয়। এ দিন হাত-পায়ের গিরায় গিরায় ও হাতের আঙ্গুলের মাথা পিটিয়ে থেঁতলে দেয়। রাতভর নির্যাতনের পর আবার সকালে ইনজেমশন দিয়ে অচেতন করে ফেলে রাখে। ২৮ মার্চ ২০১৩ সন্ধ্যায় জ্ঞান ফিরলে একজন কনস্টেবল একটা প্লেটে খাবার দেয় কিন্তু কি দিয়েছিল সেটা মনে নেই। রাতে আবারো ওই ঘরে নিয়ে নির্যাতন শুর করে। এবার হাতের আঙ্গুলের মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক শক দিতে থাকে। এভাবে কয়েক দফায় নির্যাতন চালায়। সকালে আবারো ইনজেকশন দেয়। একইভাবে ২৯ মার্চ ২০১৩ রাতে খাবারের পর আবারো টর্চার সেলে নেয়া হয় । এ দিন এসআই শরীফের সঙ্গে এসআই আনিস ও এসআই মিঠুন ছিলেন। ৩/৪ মিনিট ধরে পেটানোর পর কাপড় দিয়ে মাথা পেঁচিয়ে মরিচের পানি ঢালতে থাকে। নিশ্বাস নেয়ার সময় নিশ্বাসের সঙ্গে মরিচের গুড়া মিশ্রিত পানি নাক-মুখ দিয়ে গলার ভেতরে প্রবেশ করে। ওই রাতেই নির্যাতন শেষে বলি মনসুরকে থানা থেকে অনত্র নিয়ে যায়। ৩০ মার্চ ২০১৩ সকালে আবারো তাঁকে ইনজেকশন পুশ করে অচেতন অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। বিকালে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে থানা থেকে বের করে গাড়িতে তোলা হয়। কিছু সময় পর আবারো থানায় আনা হয়। এভাবে ২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত একই পন্থায় নির্যাতন চালানো হয় তাঁর ওপর। ৩ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ২.০০ টায় তাঁকে আবারো গাড়িতে তোলা হয়। এসময় অন্য একটি গাড়িতে হাটহাজারী জোনের এসপি সার্কেল আফম নিজাম উদ্দিন ছিলেন। রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে রেজভীকে ফটিকছড়ির নাজিরহাট ঝংকার সিনেমা হল এলাকায় নিয়ে গিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে পেটানো আরম্ভ করে। একপর্যায়ে সেখান থেকে আবারো উত্তর পাইন্দং সাকিন এলাকার একটি পরিত্যাক্ত বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে স্থানীয় কয়েক জনকে ধরে একটি কাগজে কি-সব লিখে তাঁদের দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। এরপর ফটিকছড়ি থানা হয়ে আবারো তাঁকে হাটহাজারী নিয়ে আসে। রেজভী বলেন, "সকালে হাজতখানার ভেতরে আমাকে দিয়ে আরো ৪/৫ টি সাদা ও লেখা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়।" তবে ওই সব কাগজে কি লেখা ছিল সে ব্যাপারে কিছু জানেন না তিনি। ৪ এপ্রিল ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১২ টার দিকে রেজভীকে আদালতে পাঠানো হয়। তখন তিনি জানতে পারেন, তাঁর কাছ থেকে নাকি কয়েকটি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আদালতে গিয়ে জানতে পারেন তাঁর নামে একটি ডাকাতি ও একটি অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে। ওই মামলা দুটিতে ২০ দিনের রিমাণ্ডের আবেদন করে পুলিশ। একটিতে ৫ দিন ও আরেকটিতে ২ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করে আদালত। আবারো আনা হয় হাটহাজারী থানায়। সেখানে আগের মতই নির্যাতন চলতে থাকে। সারা দিন হাজতে আটকে রাখা হতো আর সারা রাত নির্যাতন চালানো হতো। ৯ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ২.৩০ টায় তাঁকে হাটহাজারী থানা থেকে ফটিকছড়ির কাঞ্চননগর এলাকার একটি টিলার ওপর নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার

একটি সেমিপাকা পরিত্যাক্ত ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে আশপাশ থেকে আরো ৩/৪ জন লোক ডেকে এনে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে আবার তাঁকে হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসে। পরদিন ১২ এপ্রিল ২০১৩ আবারো আদালতে নিয়ে যায়। আদালতে গিয়ে জানতে পারেন ৯ এপ্রিল ২০১৩ রাতেও নাকি তাঁর কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ওই মামলায় আরো ১০ দিনের রিমাণ্ডের আবেদন করে পুলিশ। এবার রেজভী তাঁর ওপর নির্যাতনের কথা আদালতকে জানায়। কিন্তু আদালত তা বিবেচনায় না নিয়ে আবারো ৩ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন। ওই দিন বিকেলে হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসার পর আবারো একই কায়দায় নির্যাতন চলতে থাকে। ৩ দিনের রিমাণ্ড থাকলেও তাকে থানায় রাখা হয় ৫ দিন। ১৭ এপ্রিল ২০১৩ রিমাণ্ড শেষে আদালতে তোলা হয়। এ দিন রাঙ্গুনীয়া থানায় দায়ের হওয়া পুরনো আরেকটি ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত দেখিয়ে আবারো ৫ দিনের রিমাণ্ডের আবেদন করে। এই মামলায়ও আদালত ১ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করে। তবে রাঙ্গুনীয়া থানায় কোন নির্যাতন চালানো হয়নি। নির্যাতনে অসুস্থ হয়ে পড়ায় রিমাণ্ড শেষে কারাগারে ফেরার পর কারা কর্তৃপক্ষ একবার হাসপাতালে নিয়ে তাঁর চিকিৎসা করিয়েছে।

রেশমা আক্তার (২৩), পুলিশি নির্যাতনের শিকার মোহাম্মদ রেজভী হাসানের স্ত্রী

রেশমা আক্তার অধিকারকে জানান, গত মার্চ মাসের প্রথম দিকেই বাবার বাড়ি মৌলভীবাজারে যান তিনি। রেজভী গ্রেফতার হওয়ার সময় তিনি সেখানেই ছিলেন। ২৬ মার্চ ২০১৩ তাঁকে আনতে রেজভীরও মৌলভীবাজার যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু দুপুর আনুমানিক ৩.০০ টায় রেজভী ফোন করে তাঁকে জানান, জাহাঙ্গীরের কাছে রেজভী যে ৫০০০ টাকা পেত ওই টাকা আনতে জাহাঙ্গীর বিবিরহাট যেতে বলেছে। তিনি বলেন, রেজভী তাঁকে জানায়, "টাকা নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে আজই রওনা হবো, না হলে কাল সকালে আসবো।" ২৬ মার্চ ২০১৩ বিকাল আনুমানিক ৫.০০ টার পর থেকে তিনি রেজভীকে ফোন করেও পাননি। রাতে ভাসুর নাজিম উদ্দিনসহ ননদদের কাছে ও পরিচিতদের কাছে খোঁজ নিতে থাকেন কিন্তু রেজভীর কোন সন্ধান পাননি। ২৭ মার্চ ২০১৩ রাত আনুমানিক ১১.৩০ টায় ভাসুর নাজিম উদ্দিন তাঁকে ফোন করে জানান যে, হাটহাজারী থানা থেকে এক লোক ফোন করে জানিয়েছে রেজভী হাটহাজারী থানায় আছে। এরপরদিন ২৮ মার্চ ২০১৩ সকালে বাবার বাড়ি থেকে মায়ের সঙ্গে শশুর বাড়ি ফটিকছড়িতে ফিরে আসেন। তিনি বাড়িতে ফেরার পর বিকেল আনুমানিক ৪.০০ টায় তাঁর ভাসুর থানা থেকে বাড়িতে ফেরে। ভাসুর জানান রেজভী থানায় আছে কিন্তু পুলিশ তাঁদের দেখা করতে দেয়নি। ৩০ মার্চ ২০১৩ বিকেলে তাঁর দুই সন্তান ও মাকে নিয়ে হাটহাজারী থানায় যান। সেখানে স্বামীর সাথে দেখা করতে চেয়ে ডিউটি অফিসারের কাছে কাকুতি মিনতি করেন। কিন্তু থানা থেকে এই নামে কোন আসামী নেই বলে জানিয়ে দেয়া হয়। তিনি তাঁর সন্তানদের কোলে নিয়ে ডিউটি অফিসারের গেটের সামনে দাড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। কিছু সময় পর কামাল নামের এক পুলিশ কনস্টেবল আস্তে আস্তে তাঁকে বলে, “ভাবি আপনি বাইরে যান এখন রেজভীকে আদালতে নিয়ে যাবে গাড়িতে তোলার সময় দেখতে পাবেন। আপনি থাকলে ঝামেলা হবে।” এই কথা শুনে তিনি থানার মূল গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি বলেন, আনুমানিক ৪.৩০ টায় দেখতে পান ৩/৪ জন পুলিশ তাঁর স্বামীর কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে থানার সামনে রাখা একটি কালো রংয়ের মাইক্রোবাসে তুলছে। এ সময় রেজভী হাঁটতে পারছিলেন না এবং ঘুমন্ত মানুষের মতো ঢুলছিলেন। তখন তিনি ও তাঁর ভাসুর নাজিম উদ্দিন দৌড়ে গাড়ির কাছে যাওয়ার আগেই গাড়ি চলতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর ভাসুরকে চট্টগ্রাম আদালতে যেতে বলেন এবং তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। তাঁর ভাসুর রাতে আদালত থেকে ফিওে এসে জানান ওকে আদালতে না তুলে আবারো নাকি থানায় নিয়ে গেছে। এরপর তিনি আর থানায় যাননি।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন (৩৮) রেজভী হাসানের বড় ভাই

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন অধিকারকে জানান, ২৬ মার্চ ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১.৩০ টায় দুপুরের খাবার খেয়ে বাড়ি থেকে বের হন রেজভী হাসান। যাওয়ার সময় সে ১২ হাজার ২শ টাকা নিয়ে যায়। বাজার থেকে ঘরের টিনসহ কিছু কেনাকাটা করে বাড়িতে পাঠিয়ে শশুর বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিলো তার। বিকেল পর্যন্ত বাড়িতে টিন না আসায় আনুমানিক ৫.০০ টায় রেজভীর মোবাইলে ফোন করেন তিনি। কিন্তু ফোন বন্ধ পান। সেই রাত থেকে পরদিন ২৭ মার্চ ২০১৩ রাত পর্যন্ত সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ খবর করেও সন্ধান পাওয়া যাযনি রেজভীর।

রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় হাট হাজারীর মুহুরীঘাট এলাকার সাদ্দাম হোসেন নামের এক ব্যাক্তি তাঁর বোনের মোবাইলে ফোন করে জানায় রেজভী হাটহাজারী থানায় আছে। ২৬ মার্চ বিকেল পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছে। সাদ্দাম আরো জানায় হরতালে গাড়ি ভাংচুরের অভিযোগে সকাল থেকে সে হাটহাজারী থানা হাজতে ছিলো। হাজতে থাকতে রেজভী এই ফোন নম্বরটা দিয়ে তার অবস্থানের খবর জানাতে অনুরোধ করেছিলো। ২৮ মার্চ ২০১৩ সকালে নাজিম উদ্দিন তার খালু রুস্তম আলীকে সঙ্গে নিয়ে হাটহাজারী থানায় যান। কিন্তু থানার ডিউটি অফিসার জানায় হাজতে রেজভী হাসান নামের কেউ নেই। এ সময় থানার সামনে পূর্ব পরিচিত হাটহাজারীর এক সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁকে ঘটনা জানালে সেই সাংবাদিক থানায় যান এবং ফিরে এসে পুলিশের অস্বীকার করার কথা জানান কিন্তু ২৭ মার্চের্র খসড়া আসামী তালিকায় রেজভীর নাম আছে এবং নামের পাশে ক্রস চিহ্ন দেওয়া আছে। তখন তাঁরা হতাশ হয়ে থানার সীমানার মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে থাকেন। একপর্যায়ে আনুমানিক দেড়টায় থানার পেছন দিকে পুকুরপারে গিয়ে একটি নীল কাঁচের জানালার ভেতরে রেজভীকে অচেতন অবস্থায় পরে থাকতে দেখেন। তখন কাউকে কিছু না বলে ফটিকছড়িতে ফিরে আসেন। সন্ধ্যায় তাঁরা রোসাইংগীরী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শফিউল আলমকে বিষয়টি জানান। পরদিন ২৯ মার্চ ২০১৩ দুপুরে চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে আবারো হাটহাজারী থানায় যায়। থানার ডিউটি অফিসার এসআই মিঠু চাকমা প্রথমে রেজভীর বিষয়টি অস্বীকার করেন। রেজভীকে থানার ভেতরে দেখার কথা বললে তিনি জানান, "বিষয়টি সার্কেল স্যারের আন্ডারে আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবো না।" ওই সময় সার্কেল অফিসার না থাকায় তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। কিছু সময় অপেক্ষা করে চেয়ারম্যান সাহেব ফিরে এলেও তিনি থানায় ছিলেন। ওই দিন বিকেলে সেন্ট্রিকে টাকা দিয়ে হাজাতে রেজভীর কাছে খাবার পৌঁছে দেন। এভাবে ৪ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত প্রতিদিন ২০০ থেকে ৩০০ টাকা দিয়ে হাজতের মধ্যে খাবার দিতেন। ৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মামলা দিয়ে রেজভীকে ৫ এপ্রিল ২০১৩ কোর্টে চালান করে। কোর্টে পূর্ব পরিচিত একজন উকিলের কাছে বিষয়গুলো আগেই বলা ছিল। ৫ এপ্রিল ২০১৩ আনুমানিক ১২.০০ টায় ওই উকিল রেজভীকে আদালতে আনার খবর দেন। সঙ্গে সঙ্গে আদালতে গিয়ে দেখেন কোর্ট হাজতের এক কোণে রেজভী বসে আছে। তাকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে উঠে আসে। কিন্তু তখন সে হাঁটতে পারছিলো না। চেহারাও অনেক বিকৃত হয়ে গেছে। মুখ, হাত এবং পায়ের বিভিন্ন জায়গায় ফোলা ছিলো, শরীরের অনেক জায়গায় রক্ত জমাট বাঁধা ছিলো। রেজভী নাজিম উদ্দিনকে জানায়, ৯ দিন ধরে থানায় আটকে পুলিশ তার উপর নির্যাতন চালিয়েছে। এএসপি সার্কেলের নির্দেশে এস আই শরীফের নেতৃত্বে ৪/৫ জন পুলিশ সদস্য প্রতিরাতে নিয়মিত তার উপর নির্যাতন চালাতো। হাতে ও পুরুষাঙ্গে ইলেকট্রিক শক দেয়া ছাড়াও পিঠমোড়া করে বেঁধে মুখে কাপড় ঢুকিয়ে পায়ের তলায় পেটানো হতো। কোন কোন সময় ছাদের সঙ্গে পা ওপরে আর মাথা নিচের দিকে দিয়েও পেটানো হতো। ঠিক কোন অভিযোগে পুলিশ তার উপর এ ধরনের অমানবিক আচরণ করছে তা সে বলতে পারেনি। এরপর ওই দিন থেকেই চারটি মামলায় পরপর ১১ দিনের রিমাণ্ডে নিয়েছে ফটিকছড়ি ও রাঙ্গুনিয়া থানা পুলিশ। খাতা কলমে ফটিকছড়ি থানায় রিমাণ্ডে নেয়া হলেও রেজভীকে রাখা হয়েছিল হাটহাজারী থানায়। রিমাণ্ডেও তার ওপর একইভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে।

মোহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ, বিবিরহাট বসুন্ধরা হোটেলের ম্যানেজার এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী

মোহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ অধিকারকে জানান, ২৬ মার্চ ২০১৩ বিকাল আনুমানিক ৪.০০ টায় দুই জন আমার হোটেলে নাস্তা করতে আসে। একজন দেয়ালের কোনার দিকে বসে আরেকজন বাইরের দিকে। আধা ঘন্টারও বেশী সময় তারা আমার হোটেলে বসে থাকে। চা নাস্তা শেষে ভেতরের দিকে বসে থাকা লোকটি বার বার উঠে যেতে চায়, কিন্তু বাইরের দিকের লোকটি নানান কথা বলে তাকে আটকে রাখে। প্রায় আধ ঘন্টা পর আরেকজন সাদা পোষাকের লোক এসে ভেতরের দিকের লোকটির হাতে ধরে হাতকড়া পরিয়ে টানতে টানতে বের করে নিয়ে যায়। এ সময় ওই লোকটি তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরকম নানা প্রশ্ন করার চেষ্টা করলেও হাতকড়া পরানো লোকটি কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। পওে তিনি জনতে পারেন ধরে নিয়ে যাওয়া লোকটির নাম রেজভী হাসান।

মোহাম্মদ সোলাইমান, প্রত্যক্ষদর্শী

ফটিকছড়ির কাঞ্চনপুর এলাকার ভোলার পাহাড়ের বাসিন্দা মৃত তোফাইল আহমদের পুত্র কৃষক মোহাম্মদ সোলাইমান অধিকারকে জানান, ফটিকছড়ির বলি মনসুর সম্পর্কে আমার ভাইয়ের ছেলে। ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিন অপহরণ ও হত্যা মামলায় দীর্ঘদিন জেল খেটে বের হয়ে আমার বাড়িতে থেকেই আমার সঙ্গে চাষাবাদে সাহায্য করতো। ২৬ মার্চ ২০১৩ ভোর আনুমানিক ৪.০০ টায় ৪/৫ জন পুলিশ তাঁর ঘরের ঝাপ দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করে এবং বলি মনসুরকে খুঁজতে থাকে। এসময় তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বাইরেও ১০/১২ জন পুলিশের সঙ্গে হাতকরা পড়া অবস্থায় রেজভীকে দেখতে পান। একপর্যায়ে রেজভী বলি মুনসুরকে চিনিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বলি মনসুরকে পেটানো শুরু করে। ২/৩ মিনিট পেটানোর পর অস্ত্র দেখিয়ে দিতে বলে। এসময় রেজভীও মনসুরকে বলে, "অস্ত্র থাকলে দিয়ে দে।" কিন্তু মনসুর অস্ত্রের কথা অস্বীকার করায় পুলিশ তার হাতে কোদাল দিয়ে তাদের ঘরের ভেতরে মেঝের কয়েকটি জায়গায় মাটি খুঁড়তে বলে। পুলিশের দেখানো জায়গাগুলো খুঁড়েও অস্ত্র না পেয়ে মুনসুরকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বাইরে এসে বাড়ির উঠোনের ওপর রেজভী ও মনসুরকে একসঙ্গে পেটাতে থাকে। ৬/৭ জন পুলিশ ৫/৬ মিনিট পেটানোর পর তাদের দুজনকেই গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়।

মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম, প্রত্যক্ষদর্শী, রৌসাংগীরী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান

মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২৮ মার্চ ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় রেজভী হাসানের ভাই নাজিম উদ্দিন তাঁর বাড়িতে এসে জানায় যে তাঁর ছোট ভাইকে হাটহাজারী থানা পুলিশ ধরে নিয়ে আটকে রেখেছে অথচ গ্রেপ্তারের খবর স্বীকার করছে না। তিনি জানান, নিজাম তাঁকে হাটহাজারী থানায় যেতে অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধে পরদিন ২৯ মার্চ ২০১৩ সকাল আনুমানিক ১০.৩০ টায় তিনি হাটহাজারী থানায় যায়। থানার দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসার এস আই মিঠু বড়ুয়া প্রথমে তাঁদের কাছে রেজভীকে গ্রেপ্তারের খবর অস্বীকার করে। একপর্যায়ে নাজিম তাঁকে থানার এক কোনে নিয়ে গিয়ে একটি ঘর দেখিয়ে বলে এই ঘরে গতকাল রেজভীকে সে দেখেছে। তিনি ওই ঘরের নীল রংয়ের কাঁচের জানালা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে মেঝেতে অচেতন অবস্থায় রেজভীকে পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর থানায় ফিরে ওই অফিসারকে আবারো ওই রুমে পড়ে থাকা ব্যক্তির সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, "ওই ছেলেটি সার্কেল স্যারের আসামী, ওর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। সার্কেল (হাটহাজারী জোন) স্যারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।" এরপর এএসপি সার্কেল এর কার্যালয়ে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। আনুমানিক ১২.৩০ টা পর্যন্ত তাঁর অফিসে বসে থেকে তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসেন।

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সাইফুল আজিম, রেজভী হাসানের আইনজীবী

মোহাম্মদ সাইফুল আজিম অধিকারকে জানান, ৫ এপ্রিল ২০১৩ ফটিকছড়ি থানায় দায়ের করা (মামলা নং ০১/১৩, তারিখ-০৬/০২/১৩ ইং, ধারা ৩৯৫/৩৯৭ দ:বি:) ডাকাতি সংক্রান্ত মামলায় শোন এরেষ্ট ও এপ্রিল ৪, ২০১৩ ইং তারিখে ফটিকছড়ি থানায় পুলিশের দায়ের করা (মামলা নং-০২/৩০) অবৈধ অস্ত্র নিজ হেফাজতে রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করে রেজভী হাসানকে চট্টগ্রাম মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হয়। একই সঙ্গে প্রথম মামলায় ১০ দিনের ও দ্বিতীয় মামলায় আরো ১০ দিনের রিমাণ্ডের আবেদন কওে পুলিশ। আদালত প্রথম মামলায় ৫ দিন ও দ্বিতীয় মামলায় ২ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করে। ১ম দিন হঠাৎ করে আদালতে হাজির করায় মামলার পুরো বিষয়টি তিনি জানতেন না। এরপর রেজভীকে গ্রেফতার দেখানোর ১০ দিন আগে গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের কাহিনী তাঁর পরিবারের কাছ থেকে জানতে পারেন। প্রথম মামলার রিমাণ্ড শেষে ১২ এপ্রিল ২০১৩ আবারো আদালতে রেজভীকে হাজির করা হয়। এ সময় ফটিকছড়ি থানায় পুলিশের দায়ের করা (মামলা নং- ০৫/৩৮, তাং ১০/০৪/১৩ ইং) অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্ত আরো একটি মামলায় অভিযুক্ত করে সেই মামলায়ও ১০ দিনের রিমাণ্ডের আবেদন করে পুলিশ। আইনজীবী হিসাবে মোহাম্মদ সাইফুল আজিম আদালতে তোলার আগে কোর্ট হাজতে রেজভীর সঙ্গে কথা বলেন। রেজভী তাকে জানান, রিমাণ্ডে নিয়ে তাকে অমানুষিক নির্যাতন করে অস্ত্র উদ্ধারের মিথ্যা মামলায় ঢুকিয়েছে পুলিশ। এই সময় রেজভী তাঁর শরীরের হাত, পা, পিঠ, উরুতে নির্যাতনের চিহ্ন দেখান। তিনি এগুলো আদালতে বর্ণনা করার পরামর্শ দেন। আদালতে তোলা হলে রেজভী আদালতে তাঁর ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দেন। আদালত এসব বিবেচনা না করে ওই মামলায়

৩ দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করে। এরপর ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ রাঙ্গুনীয়া থানায় দায়ের হওয়া (মামলা নং-৮/২০ তাং- ১১/০২/২০১৩, দ:বি: ৩৯৫/৩৯৭) ডাকাতি মামলায় সন্দেহভাজন অভিযুক্ত হিসাবে গ্রেফতার দেখিয়ে গত ২২ এপ্রিল ২০১৩ আবারো ৫ দিনের রিমাণ্ডের আবেদন করে। ওই মামলায় আদালত এক দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করে। প্রতিটি রিমাণ্ডেই তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। মামলাগুলো পর্যালোচনা করে তাঁর কাছে মনে হয়েছে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্যাক্তিগত শত্রুতার জের ধরেই শুধুমাত্র নির্যাতন করার জন্যই রেজভীকে বার বার রিমাণ্ডে নেয়া হয়েছে।

শরীফুল ইসলাম, এসআই হাটহাজারী থানা, রিজভীর উপর নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত

এসআই শরীফুল ইসলাম অধিকারকে জানান, তিনি এই ঘটনার কিছুই জানেন না। মামলার বাদী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা তিনি না। তাঁর সঙ্গে এই মামলা বা অভিযুক্ত ব্যক্তির কোনই সংশ্লিষ্টতা নেই এমনকি রেজভী হাসান নামটিই তিনি প্রথম অধিকারের কাছ থেকে শুনেছেন বলে জানান।

মনজুর কাদের মজুমদার, ওসি (তদন্ত) ফটিকছড়ি থানা (রেজভী হাসানের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া তিনটি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা)

মনজুর কাদের মজুমদার অধিকারকে জানান, রেজভী হাসানের বিরুদ্ধে ডাকাতি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও অস্ত্র ব্যবসায় অভিযোগ আছে। পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছিল। ৪ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ১.০০ টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাজিরহাট ঝংকার সিনেমা হলের পেছনে অভিযান চালিয়ে রেজভীকে গ্রেফতার করা হয়। ওই রাতেই তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক উত্তর পাইন্দং সাকিনস্থ জনৈক বীনা কোম্পানীর খামার বাড়ির পরিত্যাক্ত ইবাদতখানা থেকে একটি দেশী এলজি, দেশি পাইপগান, ৩ রাউন্ড ৩০৩ রাইফেলের গুলি ও ৩ রাউন্ড শর্টগানের গুলি উদ্ধার করা হয়। এছাড়া রিমাণ্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক কাঞ্চননগর ইউনিয়নের একটি টিলার উপর পরিত্যাক্ত সেমিপাকা ঘর থেকে একটি দেশি একনালা বন্দুক ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর এবং রিমাণ্ডে এনে ফটিকছড়ি থানা ছাড়াও হাটহাজরী জোনের সার্কেল এএসপি স্যারের আন্ডারে রেজভীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে মনজুর কাদের মজুমদার জানান। তবে ফটিকছড়ি থানায় রেজভীর ওপর কোন ধরনের নির্যাতন চালানো হয়নি বলে দাবি করেন ওসি মনজুর কাদের মজুমদার।

আ.ফ.ম. নিজাম উদ্দিন, এএসপি সার্কেল, হাটহাজারী জোন

আ.ফ.ম. নিজাম উদ্দিন অধিকারকে জানান, রেজভী হাসান একজন তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ও ডাকাতি সংক্রান্ত একাধিক মামলা রয়েছে। ৪ এপ্রিল ২০১৩ রাতে অস্ত্রসহ তাকে গ্রেপ্তার করে ফটিকছড়ি থানা পুলিশ। ৫ এপ্রিল ২০১৩ আদালতের মাধ্যমে রিমাণ্ডে এনে আইন অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদের পর তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক আবারো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন, রিমাণ্ডে কিভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে তার একটা রুলস আছে সেই রুলসের বাইরে পুলিশ যায় না। তার ওপর নিয়ম বহির্ভূতভাবে নির্যাতন চালানোর অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। তিনি বলেন, ২৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে গ্রেপ্তারের বিষয়টি তাঁর জানা নেই।

অধিকারের বক্তব্য

প্রত্যেকটি মানুষ, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগই থাকুক না কেন, তার আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার আছে। আটকের পর ২৪ ঘন্টার বেশি সময় হেফাজতে রেখে নির্যাতন চালানো সরাসরি সংবিধান ও আইনের লঙ্ঘন। অধিকার রেজভীকে থানায় আটকে রেখে তার ওপর চালানো নির্যাতনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার দাবি করছে।